দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বরিশালে শুরু হচ্ছে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কার্যক্রম

॥ বরিশাল অফিস ॥

স্বাধীনতার ৩৭ বছর পর দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের বহু কাঙ্ক্ষিত স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আগামী এক মাসের মধ্যে চালু হতে যাচ্ছে। রাজনৈতিক সরকারের আমলে এ অঞ্চলের কোটি মানুষের এ স্বপ্ন পূরণ হয়নি। বিগত রাজনৈতিক সরকারগুলোর আমলে কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন হচ্ছে এরকম শ্লোগান নিয়ে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হয়েছে। কাজ কিছুই হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এ প্রকল্প পাস হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে আনন্দের জোয়ার বইছে।

শিক্ষার নগরী হিসেবে পরিচিত বরিশালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উঠে স্বাধীনতার পর পরই। কিন্তু সরকারের বিবেচনায় আসে ১৯৭৯ সালে। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বরিশাল সার্কিট হাউস মিলনায়তনে মন্ত্রী পরিষদের এক বৈঠকে এখানে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম আর এগোয়নি। এরশাদ সরকারের আমলেও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেয়া হলে তা বাস্তবায়ন হয়নি। তখন বিশ্ববিদ্যালয় তো দূরের কথা এখানে একটি সরকারি স্কুল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। শুধু কয়েকটি কলেজকে সরকারি-করণের মাধ্যমেই শিক্ষা ক্ষেত্রের দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। সর্বশেষ ২০০১ সালের বিএনপি'র নির্বাচনী জনসভায় বেগম খালেদা জিয়া তার স্বামী জিয়াউর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে বরিশাল স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অঙ্গীকার করেও তা পূরণ করেনি।

দীর্ঘদিনেও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি পূরণ না হওয়ায় ২০০৪ সালের ২৩ অক্টোবর থেকে বিএম কলেজের শিক্ষার্থীরা বিএম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের মুখে বিএম কলেজকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। স্বীকৃতি পাওয়ার পর এখানকার তৎকালীন মেয়র মজিবর রহমান সরোয়ার বিএনপি'র সাফল্যের কথা উল্লেখ করে নগরীতে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। কিন্তু বিএনপি সরকারের ঐ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি দক্ষিণাঞ্চলবাসী। তারা বিএম কলেজকে বহাল রেখে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে নতুন করে আন্দোলনের ডাক দেয়।

আন্দোলন-বিক্ষোভের মুখে ২০০৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এখানে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেন। ঐ বছরই নগরীর নবগ্রাম রোড এলাকায় স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ৫০ একর জমি নির্ধারণ করে তাতে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১২ কোটি ৭২ লাখ ২৫ হাজার টাকা। জমির মূল্য অতিরিক্ত নির্ধারণ করা এবং কলেজের অবকাঠানো নির্মাণের উপযুক্ত স্থান না হওয়ায় বর্তমান সরকার ঐ জমি বাদে নতুন জমি নির্ধারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনকে নির্দেশ দেয়া হয়। মঞ্জুরি কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় প্রশাসন নগরীর ডেফুলিয়া, কাশিপুর, গড়িয়ার পাড়, চরকাউয়া, দুর্গাপুরে জমি দেখেন। পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কর্মকর্তারা ঐ ৫টি স্থান পরিদর্শন করেন। সম্প্রতি মঞ্জুরি কমিশন ৫টি স্থানের মধ্যে গড়িয়ার পাড় এলাকার জমিতে বরিশাল স্বতন্ত্র বিশ্বদ্যালয় স্থাপন যথাযথ উল্লেখ করে বাজেটের জন্য একনেকে প্রতিবেদন পাঠায়।

প্রতিবেদনে ৫০ একর জমি অধিগ্রহণের কথা থাকলেও রবিবারের বৈঠকে ৪০ একর জমি অধিগ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। ঐ দিনই নগরীর গড়িয়ার পাড় এলাকার জমি মেপে সেখানে লাল পতাকা টানিয়ে দেয়া হয়। গত সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) এ.জেড.এম. শফিকুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা পরিচালক জহিরুল হক, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী এম.এ.হান্নান ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব-উল-করিম ঐ স্থান পরিদর্শন করেন। ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব-উল-করিম জানান, আগামী এক মাসের মধ্যে স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হবে। সে লক্ষ্যে বরিশাল জিলা স্কুল-কলেজের ৮টি কক্ষ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সেখানে ৫টি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিয়ে ক্লাস শুরু করা হবে। শীঘ্রই অস্থায়ী ভিত্তিতে ভিসি নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। গড়িয়ার পাড় এলাকায় বরিশাল স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত জিলা স্কুলের কলেজ ভবনেই এর কার্যক্রম চলবে। এদিকে রবিবার একনেকের একই বৈঠকে বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নির্মাণের বাজেটও পাস করা হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে সদর উপজেলার চরকাউয়া এলাকার দুর্গাপুরে। ঐ কলেজের জন্য সেখানে ৪০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে বলে টিম সূত্র জানায়। ইঞ্জিনিয়ারিং-কলেজের অস্থায়ী কার্যক্রম শুরুর জন্যও নগরীতে ভবন খোঁজা হচ্ছে।